উত্থান-পতন

সমীর সেন

প্রতিটি উত্থান পায় করতালি, আনন্দ উচ্ছ্বাস
বুঝেও বোঝে না কেউ।
উত্থানের মধ্যে থাকে পতনের বীজ,
দেওয়ালির রাতে তারা যদিও দেখেছে চিরকাল
হাউইয়ের উত্তপ্ত উত্থান, তারপর শীতল পতন।
ইতিহাস জুড়ে আছে গ্রীস, রোম সুমেরু, মহেঞ্জোদারো,
হরপ্পা, মিশর, ব্যাবিলন।

আমি সমুদ্রে সেই কবে
আমি প্রাণকণিকার জন্ম হয়েছিল
তারপর কোটি কোটি বছরের উত্থানে-পতনে
কত প্রজাতির আবির্ভাব
বিলুপ্তিও কত প্রজাতির।

একমাত্র জ্ঞানী প্রজাতিটি তবু
প্রতিটি উত্থানে দেয় শিশুর মতন করতালি,
প্রতিটি পতনে চুপসে যায়
পিনবিদ্ধ বেলুনের মতো।

অনন্ত এ আকাশের নিচে

প্রাণেশ সরকার

অনন্ত এ আকাশের নিচে হে হেবতা যদি বন্ধু হও
যদি তুমি কোনও দিন যদি তুমি কোনও রাত দেখে থাকো
এই আমি স্বপ্নে অবিরত জীবনের স্রোতোরাশি চূর্ণতার আলো
পূর্ণতার বোধি ও আবেশ আমারই সাধ্যমতো গড়ে তুলি শিল্পে স্বাধীন
যদি আমি রাত্রিদিন আমারই অনুভুত পৃথিবীতে মুগ্ধ হতে গিয়ে
কখনও শিউরে উঠি সীমাহীন অন্ধকার দেখে এবং সেই বিপুল আঁধার
লিখে রাখি পাহাড়ে, গুহায়, কখনও জলস্রোতে, পাখির ডানায়
তবে তুমি ভুল বুঝে আমাকে পরিত্যাগ কোনো না কখনও।

এ জীবনে কল্লোলের পাশে কুষ্ঠ আর অভিশাপ আছে।
হে দেবতা বন্ধু আমার শোনো খুব মন দিয়ে শোনো।

একা দ্বীপে আমি পোস্টম্যান

মনোজ দে নিয়োগী

নৌকা অনেক দূরের, অনেক দূরের
শ্রাবণের ছেঁড়ামেঘের ফাঁকে মেলায়
কৃষ্ণা এয়োদশীর চাঁদ যেন সে।

লোনাজল চারিদিকে, চারিদিকে
মাঝে স্থল, চিঠি হাতে দাঁড়িয়ে আমি
এখনি যেতে হবে দূর শহরে।

ওপরে ঠাসাঠাসি লোকের ভিড়ে
যারা আছে বটের মত নামিয়ে ঝুরি
কথা নেই, চেনেনা কেউ কাউকে।

চিঠি পেলে তৈরী হ'ত লোককথারা
চিঠি পেলে তৈরী হ'ত অভিযোজন
কানাকানি শুরু হ'ত পরস্পরে।